তাফসীরুল কুরআন

২৬-২৮ পারা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

সূচীপত্র

(المحتويات)

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
	ভূমিকা	০৫
০১ (৪৬)	সূরা আহক্বাফ (মাক্কী)	০৯
০২ (৪৭)	সূরা মুহাম্মাদ (মাদানী)	৩৫
০৩ (৪৮)	সূরা ফাৎহ (মাদানী)	৭১
০৪ (৪৯)	সূরা হুজুরাত (মাদানী)	৯৬
০৫ (৫০)	সূরা ক্বা-ফ (মাক্কী)	১৩৫
০৬ (৫১)	সূরা যারিয়াত (মাক্কী)	১৭১
০৭ (৫২)	সূরা তূর (মাক্কী)	১৯৮
০৮ (৫৩)	সূরা নাজম (মাক্কী)	২১৬
০৯ (৫৪)	সূরা ক্বামার (মাক্কী)	২৫২
১০ (৫৫)	সূরা রহমান (মাক্কী)	২৮১
১১ (৫৬)	সূরা ওয়াক্বি'আহ (মাক্কী)	৩২০
১২ (৫৭)	সূরা হাদীদ (মাদানী)	৩৪৭
১৩ (৫৮)	সূরা মুজাদালাহ (মাদানী)	৩৭৮
১৪ (৫৯)	সূরা হাশর (মাদানী)	৩৯৯
১৫ (৬০)	সূরা মুমতাহিনা (মাদানী)	৪২৫
১৬ (৬১)	সূরা ছফ (মাদানী)	৪৩৯
১৭ (৬২)	সূরা জুম'আহ (মাদানী)	৪৬২
১৮ (৬৩)	সূরা মুনাফিক্বূন (মাদানী)	৪৭৭
১৯ (৬৪)	সূরা তাগাবুন (মাদানী)	৪৮৪
২০ (৬৫)	সূরা তালাক (মাদানী)	৫০০
২১ (৬৬)	সূরা তাহরীম (মাদানী)	৫১৩

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

ভূমিকা (كلمة المؤلف)

২০১৩ সালে তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারার তাফসীর প্রকাশের পর থেকে দীর্ঘ বিরতির পর ২৬ থেকে ২৮ পর্যন্ত তিন পারার তাফসীর বের হবার এ শুভ মুহূর্তে সর্বাগ্রে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদের মাধ্যমে তাফসীরের এ দুরূহ কাজটি করিয়ে নিলেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ ওয়াল মিন্নাহ।*

পুরা তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর শেষ হয়েছে প্রায় অর্ধ যুগ পূর্বে। কিন্তু সেগুলিকে কিছুটা বিস্তৃত ও পরিমার্জিত করে প্রেসে দিতেই সময় লাগছে বেশী। সময় ও সুযোগ অনুকূলে থাকলে বাকী পারাগুলির তাফসীরও সাধ্যপক্ষে দ্রুত সময়ে বের হবে ইনশাআল্লাহ।

তাফসীরে গৃহীত নীতিমালা ৩০তম পারার ভূমিকায় যা বলা হয়েছিল, সেগুলিই আছে। যা নিম্নরূপ :

তাফসীরে গৃহীত নীতিমালা : (১) প্রথমে সমার্থবোধক কুরআনের অন্যান্য আয়াতসমূহ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতঃপর (২) ছহীহ হাদীছ দ্বারা। অতঃপর প্রয়োজনে (৩) আছারে ছাহাবা ও তাবেঈনের ব্যাখ্যা দ্বারা, যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। (৪) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী বিষয়ে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ ও তাঁদের গৃহীত নীতিমালার অনুপুঙ্খ অনুসরণের সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে। যে বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক বহু মুফাসসিরের পদস্খলন ঘটেছে। (৫) মর্মগত ইখতেলাফের ক্ষেত্রে তাফসীরের সর্বস্বীকৃত মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং সর্বাগ্রগণ্য বিষয়টি গ্রহণ করা হয়েছে। (৬) তরজমার ক্ষেত্রে কুরআনের উদ্দিষ্ট মর্ম অক্ষুণ্ন রেখে তা সাধ্যমত স্পষ্ট করা হয়েছে। (৭) ক্ষেত্র বিশেষে আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। (৮) আয়াতের সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দিকগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (৯) তাফসীরের সর্বত্র চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী আক্বীদা সমূহের বিপরীতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের মধ্যপন্থী আক্বীদা অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। (১০) বিদ্বানগণের অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং প্রবৃত্তিপরায়ণদের স্বেচ্ছাকৃত ব্যাখ্যাসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে পাঠককে সতর্ক করা হয়েছে।

নিঃস্বার্থ এ লেখনীকে আল্লাহ নাচীয লেখকের ও তার পরিবারের এবং তার মরহূম পিতা-মাতার জান্নাতের অসীলা হিসাবে কবুল করুন! অনিচ্ছাকৃত ভুল সমূহের জন্য সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য বিদগ্ধ পাঠক মণ্ডলীর সুপরামর্শ সর্বদা আশা করি।

পরিশেষে অত্র তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত-
১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ খৃ. রবিবার। লেখক।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ
وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى
لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿٨٩﴾

‘আর আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি
সকল কিছুর বিশদ ব্যাখ্যা,
পথনির্দেশ, অনুগ্রহ এবং মুসলমানদের জন্য
সুসংবাদ হিসাবে’ *(নাহল ১৬/৮৯)*।

সূরা আহক্বাফ

[হাযরামাউতের একটি উপত্যকা, যা ছিল 'আদ জাতির ধ্বংসস্থল। বর্তমানে এটি ইয়ামনের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ৩০টি যেলা নিয়ে একটি প্রদেশের নাম]

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা জাছিয়াহ ৪৫/মাক্কী-এর পরে। তবে ১০, ১৫ ও ৩৫ আয়াতগুলি মদীনায় অবতীর্ণ (কাশশাফ)। কুরতুবী বলেন, সকলের নিকট সূরাটি মাক্কী ॥

সূরা ৪৬, পারা ২৬ (শুরু), রুকূ ৪, আয়াত ৩৫, শব্দ ৬৪৬, বর্ণ ২৬০২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

حٰمٓ ۝١

(১) হা-মীম। (এর অর্থ আল্লাহ সর্বাধিক অবগত)।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢

(২) এই কিতাব মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝٣

(৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমরা সৃষ্টি করেছি সত্য সহকারে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। বস্তুতঃ যা থেকে তাদের সতর্ক করা হয়, তা থেকে অবিশ্বাসীরা মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ ক্বিয়ামত থেকে)।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ؕ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٤

(৪) বল, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের আহ্বান কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? আমাকে দেখাও তারা পৃথিবীতে কোন বস্তু সৃষ্টি করেছে? অথবা আকাশ সমূহ সৃষ্টিতে তাদের কি কোন অংশ আছে? এ ব্যাপারে বিগত কোন কিতাব থাকলে অথবা জ্ঞানের অবশিষ্টাংশ কিছু থাকলে সেটি আমার কাছে নিয়ে এস, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝٥

(৫) তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুকে ডাকে, যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না? আর তারাও তাদের আহ্বান সম্পর্কে কিছুই জানবে না।

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَّكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝

(৬) যেদিন মানুষকে সমবেত করা হবে, সেদিন এইসব উপাস্যরা তাদের শত্রু হবে এবং তারা তাদের পূজার বিষয়টি অস্বীকার করবে।

তাফসীর :

(২) تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ‘এই কিতাব মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ’। نَزَّلَ اللهُ الوَحْىَ تَدْرِيْجًا অর্থ نَزَّلَ اللهُ تَنْزِيْلاً ‘আল্লাহ পর্যায়ক্রমে অহি নাযিল করেছেন’। أَنْزَلَ অর্থ ‘একবারে অহি নাযিল হওয়া’ এবং نَزَّلَ অর্থ ‘পর্যায়ক্রমে অহি নাযিল হওয়া’ *(মিছবাহুল লুগাত)*। কারণ কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হয় ঘটনা ও কারণের প্রেক্ষিতে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন বিচ্ছিন্নভাবে একটি একটি আয়াত নাযিল করে এবং একত্রে নাযিল করেননি। সেজন্যে نَزَّلْنَا عَلَيْكَ বলা হয়েছে *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা দাহর ২৩ আয়াত)*।

ক্বদরের রাত্রিতে কুরআন নাযিলের সূচনা হয় এবং তেইশ বছরে পর্যায়ক্রমে তার সমাপ্তি ঘটে *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা ক্বদর ১ম আয়াত)*। শুরুতেই تَنْزِيلُ বলার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন বিগত কিতাব সমূহের ন্যায় একসাথে একবারে নাযিল হয়নি। বরং বারে বারে বান্দার প্রয়োজন মতে পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে। কেননা এটি হ’ল সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনগ্রন্থ এবং বিগত কিতাবগুলি ছিল এক একটি সম্প্রদায়ের জন্য।

বিভিন্ন প্রশ্ন ও ঘটনার প্রেক্ষিতেই কুরআনের অধিকাংশ আয়াত নাযিল হয়েছে। যাতে রাসূল (ছাঃ)-এর অন্তরে প্রশান্তি আসে। যেমন অবিশ্বাসীদের উত্তরে আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلاً– وَلاَ يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا– ‘অবিশ্বাসীরা বলে, কেন তার প্রতি কুরআন একসাথে নাযিল হ’লনা? (হ্যাঁ) এভাবেই হয়েছে এবং তোমার উপর আমরা ধীরে ধীরে নাযিল করেছি, যাতে তোমার হৃদয়কে আমরা ওর দ্বারা আরও মযবুত করতে পারি’। ‘তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থাপন করেনি, যার সঠিক সমাধান ও সুন্দরতম ব্যাখ্যা আমরা তোমাকে দান করিনি’ *(ফুরক্বান ২৫/৩২-৩৩)*। আর এটাই স্বাভাবিক যে, প্রশ্ন এলেই তার উত্তর পেলে সেটি সকলের জন্য স্বস্তিদায়ক হয়।

এর মাধ্যমে এটিও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন স্রেফ আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে অন্য কেউ শরীক নয়। আল্লাহ বলেন, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ

كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا– ‘তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নিকট থেকে আসত, তাহ’লে তারা এর মধ্যে বহু গরমিল দেখতে পেত’ *(নিসা ৪/৮২)*।

আয়াতের শেষে مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ‘মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে’ বলার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কথা ও কর্মে আল্লাহ্র পরাক্রম ও তাঁর প্রজ্ঞার তুলনীয় কেউ নেই *(ইবনু কাছীর)*। ‘আযীয’ ও ‘হাকীম’ নাম দু’টি আল্লাহ্র গুণবাচক নাম সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যা বান্দার গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। যার কোন শরীক নেই। যা আল্লাহ্র সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্ন ও সনাতন। বান্দা যখনই আল্লাহকে ‘আযীয’ বা ‘মহা পরাক্রান্ত’ বলবে, তখনই তার নিজের পরাক্রমের অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। যখনই সে আল্লাহকে ‘হাকীম’ বা প্রজ্ঞাময় বলবে, তখনই তার নিজস্ব প্রজ্ঞা বুদ্বুদের ন্যায় উবে যাবে। ফলে আল্লাহ্র বিধানের চাইতে সে নিজেদের মনগড়া বিধানকে উত্তম বা সমান বা সিদ্ধ ভাববে না। একেই বলে ‘তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত’ (আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর একত্ব)। অতএব কুরআনের বাণী সরাসরি আল্লাহ্র এবং তাঁরই ন্যায় ক্বাদীম বা সনাতন। এটি মাখলূক বা সৃষ্ট নয়। যেমনটি মু‘তাযেলী যুক্তিবাদীগণ বলে থাকেন। একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ– لاَ يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ– ‘নিশ্চয়ই যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে (তারা ধ্বংস হবে)। নিঃসন্দেহে এটি মহা পরাক্রান্ত এক কিতাব’। ‘সামনে বা পিছনে কোন দিক থেকেই এতে কোন মিথ্যা প্রবেশ করে না। এটি মহা প্রজ্ঞাময় ও মহা প্রশংসিত (আল্লাহ্র) পক্ষ হ’তে অবতীর্ণ’ *(হামীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৪১-৪২)*।

(৩) مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ‘নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ দু’য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমরা সৃষ্টি করেছি সত্য সহকারে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য’। অত্র আয়াতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, সে কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে এগুলি যে নির্ধারিত মেয়াদ অন্তে ধ্বংস হয়ে যাবে, সেটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

بِالْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ وَلِإِقَامَةِ الْعَدْلِ فِي الْخَلْقِ بِالْحَقِّ অর্থ ‘পূর্ণ প্রজ্ঞা সহকারে এবং সৃষ্টিজগতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য’ *(ক্বাসেমী)*। কেননা তিনি কোন কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেন না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِيْنَ– ‘আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে, আমরা তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি’ *(আম্বিয়া ২১/১৬)*।

إِلَى مُدًّةٍ مُعَيَّنَةٍ مَضْرُوبَةٍ لاَ تَزِيدُ وَلاَ تَنْقُصُ وَأَجَلٍ مُسَمًّى অর্থ 'নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত, যা বৃদ্ধি পাবে না এবং কমও হবে না' *(ইবনু কাছীর)*। আর সেটি হ'ল ক্বিয়ামতের দিন *(কাশশাফ, ক্বাসেমী)*। সাথে সাথে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় এদু'টি মহা সৃষ্টিও নির্দিষ্ট মেয়াদের পর ধ্বংস হয়ে যাবে। কেবল বেঁচে থাকবেন আল্লাহ। যিনি চিরঞ্জীব ও সকল কিছুর ধারক। যেমন বলা হয়েছে, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– 'প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে কেবল তাঁর চেহারা ব্যতীত। বিধান কেবল তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*।

কবে এগুলি ধ্বংস হবে, সে বিষয়টি বান্দার নিকট গোপন রাখা হয়েছে বান্দার কল্যাণের স্বার্থে। অতঃপর স্বীয় নবীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে যে, قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ– 'তুমি বল, এ জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। আর আমি তো প্রকাশ্য সতর্ককারী বৈ কিছু নই' *(মুল্ক ৬৭/২৬)*। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ 'নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান' *(লোকমান ৩১/৩৪)*।

এই না জানানোর মধ্যেই বান্দার কল্যাণ নিহিত। কেননা যদি কেউ তার পরিণাম ও ধ্বংসকাল জানতে পারে, তাহ'লে সে উদ্যমহীন ও কর্মহীন হয়ে পড়বে। ফলে সমাজ গতিহীন ও পৃথিবী অচল হয়ে যাবে। যেহেতু মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের সবকিছু বিলুপ্ত হয়, সেজন্য 'মৃত্যু'-কে 'ছোট ক্বিয়ামত' (قيامت صغرى) বলা হয়। একই কারণে 'ঘুম'-কে 'ছোট মৃত্যু' (وفات صغرى) বলা হয়। সেজন্য বলা হয়ে থাকে যে, إذا مات الإنسانُ فقد قامتْ قيامتُه 'যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার ক্বিয়ামত শুরু হয়ে যায়'।[১]

عَمَّا أُنْذِرُوا 'যা থেকে তাদের সতর্ক করা হয়' অর্থাৎ ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে সতর্ক করা হয় *(ক্বাসেমী)*।

(৪) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ 'বল, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের আহ্বান কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি?' অত্র আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে কারু কোন অংশ নেই। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদের প্রতি বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য বলা হয়েছে। এ বিষয়ে বিগত কোন ইলাহী কিতাব বা তার

১. উল্লেখ্য যে, আনাস (রাঃ)-এর নামে বর্ণিত إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ অথবা مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ؛ فَاعْبُدُوا اللهَ كَأَنَّكُمْ تَرَوْنَهُ، واستغفروه كل ساعة আছার দু'টির প্রথমটি 'যঈফ' ও শেষেরটি 'মওযূ' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৬৬, ৫৪৬২)*। অতএব এগুলি হাদীছ নয়, বরং সাধারণ বক্তব্য। যার মর্ম সঠিক।

ইলম সমূহের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকলে, সেটা তাদের আনতে বলা হয়েছে। যদিও আল্লাহ জানেন যে, এসবের কিছুই তাদের কাছে নেই, যা তাদের শিরকের দাবীর পক্ষে পেশ করা যায়। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রকৃত ইলম হ'ল আল্লাহ্র অহি-র ইলম। মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞান অভ্রান্ত বা চূড়ান্ত সত্য নয়।

بَقِيَّةٌ مِنْ عِلْمٍ بَقِيَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ عُلُومِ الْإِلَهِيَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ অর্থ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ 'অথবা পূর্বকালের ইলাহী ইলম সমূহের কিছু অংশ তোমাদের কাছে বাকী থাকলে' *(কাশশাফ)*। خَطٌّ অর্থ أَثَارَة 'চিহ্ন রেখা' *(কুরতুবী)*।

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فِى دَعْوَاكُمْ بِالشِّرْكِ অর্থ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ 'সৃষ্টিজগতে অন্য কেউ শরীক থাকার ব্যাপারে তোমাদের দাবীতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও' *(ক্বাসেমী)*।

(৫) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ 'তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুকে ডাকে, যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না?' ছবি-মূর্তি বা কবরবাসী কেউ কারু ডাকে সাড়া দিতে পারে না। অথচ বিজ্ঞ মানুষেরা অজ্ঞের মত তাদের পূজা করে থাকে। এদের ধিক্কার দিয়ে অত্র আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[২]

(৬) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً 'যেদিন মানুষকে সমবেত করা হবে, সেদিন এইসব উপাস্যরা তাদের শত্রু হবে' অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন এইসব উপাস্যদের কথা বলার ক্ষমতা দেওয়া হবে। কিন্তু তখন তারা বিপরীত বলবে এবং শত্রু হবে। তারা তাদের পূজার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا- كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا- 'তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্য সাহায্য কারী হয়'। 'কখনই নয়। (সেদিন) তারা তাদের পূজাকে অস্বীকার করবে এবং তারা তাদের প্রতিপক্ষ হবে' *(মারিয়াম ১৯/৮১-৮২)*। শুধু তাই নয়, তারা সেদিন একে অপরকে অভিশাপ দিবে। যেমন বলা হয়েছে, وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا... 'ইবরাহীম বলল, (হে আমার কওম!) তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে পারস্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষার খাতিরে। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিশাপ দিবে'...*(আনকাবূত ২৯/২৫)*।

---

২. এ বিষয়ে নিজ পিতা ও কওমের সাথে এবং তারকা পূজারীদের সাথে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বিতর্ক পাঠ করুন, সূরা আম্বিয়া ২১/৫২-৭১; মারিয়াম ১৯/৪১-৪৮; আনকাবূত ২৯/১৬-১৭; ছাফফাত ৩৭/৮৩-৯৮; শো'আরা ২৬/৬৯-৮২; আন'আম ৮/৭৫-৮২; বিস্তারিত পাঠ করুন হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'নবীদের কাহিনী-১' 'হযরত ইবরাহীম (আঃ)' অধ্যায়।